তারিখ ... 02 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

লেখক ব্লগার প্রকাশক হত্যা করে বইমেলা বন্ধের চেষ্টা চলছে

ঢাবি বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

একের পর এক লেখক-ব্লগার-প্রকাশককে হত্যা করে বইমেলা বন্ধের পাঁয়তারা করছে একটি বিশেষ গোষ্ঠী। বিশিষ্ট লেখক হুমায়ূন আজাদ, অভিজিৎ রায়সহ ৫ জন লেখক-ব্লগার এবং সর্বশেষ প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপন হত্যা ও শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুলসহ তিন জনকে হত্যার চেষ্টা এটা প্রমাণ করে। একের পর এক এসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এতে সরকারের যে ব্যর্থতা রয়েছে তা স্পষ্ট। সরকার তখনই লেখক-ব্লগার-প্রকাশকের পক্ষে থাকবে, যখন এসব হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে জনগণের সামনে প্রকাশ করবে।

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিশিষ্ট লেখক আবুল কাসেম ফজলুল হকের একমাত্র ছেলে জাগৃতি প্রকাশনীর প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপন হত্যা ও শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুলসহ তিন জনকে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী-লেখক-নাগরিকবৃন্দের' ব্যানারে এক বিক্ষোভ সমাবেশে একথা বলেন বক্তারা।

এসময় বিশিষ্ট কলামিস্ট আবুল মাকসুদ বলেছেন, গত কয়েক মাসে যেসব গুপ্তহত্যা হয়েছে তার একটিরও বিচার হয়নি। যে কারণে দীপনের বাবা তার ছেলে হত্যার বিচার চাননি। ঢাবির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান বলেন, রাষ্ট্র প্রতিটি পর্যায়ে যে গণতান্ত্রিক স্পেস থাকে তা বিনষ্ট করেছে। ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলেন, সরকার মধ্যপন্থা ও নিরপেক্ষতার নাম করে আক্রমণকারী ও আক্রান্তদের একই পাল্লায় রেখে দিচ্ছে। সরকারের উচিত এখনই তার অবস্থান নিশ্চিত করা। বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিকুজ্জামান, ঢাবির সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ফাহমিদুল হক, প্রকাশক দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ বেলা ১১টায় ঢাবির অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে এ ব্যানারে।